সংবাদ

তারিখ : 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাথরঘাটা শিক্ষা কর্তার দুর্নীতি দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ শিক্ষক

প্রতিনিধি, পাথরঘাটা (বরগুনা)

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. জালাল আহম্মেদের ঘুষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ব্যবহারে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষকরা অতিষ্ঠ। জানা গেছে, জালাল আহম্মেদ পাথরঘাটায় যোগদানের পর শিক্ষকদের সঙ্গে অশোভন আচারণসহ শিক্ষকদেও বিভিন্নভাবে ফাঁদে ফেলে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। ভুক্তভোগী একাধিক শিক্ষক জানান, উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের লেট্রিন মেরামত বাবদ প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ হলে টাকা তুলতে ২ হাজার টাকা করে তাকে দিতে বাধ্য করেন। গত অর্থ বছরে বিদ্যালয়ের রুটিন ম্যান্টেনেইন্স (ক্ষুদ্র মেরামত) বাবদ প্রতি বিদ্যালয়ে ৪০হাজার টাকা করে বরাদ্দ পায়। একাধিক বিদ্যালয় থেকে তিনি ঘুষ গ্রহণ করেন ৩ হাজার ৫শ' টাকা করে। বর্তমানে উপজেলা শিক্ষা অফিসার জালাল, উপজেলার বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য (স্লিপ) প্রোগ্রামের আওতায় ১৪৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ৩ হাজার কোথাও তারও বেশি টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সকল প্রশিক্ষণে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ইচ্ছামতো প্রশিক্ষণার্থীদের নাম দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং প্রশিক্ষণে অনেক প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ না করলেও তাদের ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। অভিযোগে আরও জানা যায় যে উক্ত প্রশিক্ষণে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা থেকেও তিনি লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করছেন। তাছাড়া বদলি বাণিজ্যেও অভিযোগ অহরহই পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষিকা ঝর্ণা রানী জানান, তাকে জেলা শিক্ষা অফিসার বদলি করলেও পাথরঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসার জালাল তার সঙ্গে অশোভন আচারণ করে। পরে তিনি বাধ্য হন ৫হাজার টাকা ঘুষ দিতে। এছাড়াও উপজেলার প্রত্যেক বিদ্যালয়ের (প্রাত প্রাথমিক) শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে ৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ হলে জালাল আহম্মেদ দালালের মাধ্যমে আনছার নামক এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিম্ন মানের ১৫শ' টাকার মালামাল ক্রয় করে উক্ত মালামাল শিক্ষকদের ৪ হাজার টাকা মূল্যে নিতে বাধ্য করে বাকি এক হাজার টাকা ভ্যাট দাবি করেন বওে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া ক্ষুদ্র মেরামতের আওতায় ২২টি বিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য ১ লাখ টাকা করে বরাদ্দ হলে প্রতি বিদ্যালয় থেকে ২০হাজার কোথাও তারো বেশি টাকা ঘুষ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা অফিস সূত্রে আরো জানা যায়, যে সম্প্রতি শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ী করার কথা বলে উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককের কাছ থেকে ১হাজার টাকা করে ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। (ংষরঢ় স্লিপ) প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণে ৭৪০ শিক্ষককের প্রত্যেক শিক্ষক প্রতি বরাদ্দ ১২৬০ টাকা থেকে ৫০ টাকা করে কম দিয়েছেন। প্রশিক্ষণের ভ্যেনু বাবদ বরাদ্দকৃত টাকাও আত্মসাৎ করেছেন। প্রশিক্ষণে ১৯টি ব্যাচের ১৯ পিওনের প্রতি জনের জন্য বরাদ্দ ৯৮০ টাকা থেকে তাদেরকে মাত্র ২শত টাকা করে প্রদান করে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেন। প্রশিক্ষণে একই সময় তিনি প্রশিক্ষক অটিজোন এবং একই সময় কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে খাতা-কলামে দায়িত্ব দেখিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন হাজার হাজার টাকা ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক নেতা এবং শতাধিক শিক্ষক বলেন, বর্তমান শিক্ষা অফিসার জালাল আহম্মেদের মতো দূর্নীতিবাজ শিক্ষা অফিসার কোনো দিন তারা দেখেননি। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জালাল আহম্মেদ এর কাছে জানতে চাইলে তিনি সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আমি নতুন এসেছি। খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেব।